যুগান্তর

তারিখ 2-9 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যিকীকরণ নয়

২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে সেমিস্টার সিস্টেম চালু করা হয়। সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হওয়ায় শিক্ষার ব্যয় বিপুল পরিমাণ বাড়লেও বাড়েনি শিক্ষার মান। কেননা সেমিস্টার পদ্ধতির জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা দরকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের জন্য সেসব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারেনি। দীর্ঘ ৬৬ দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় সেমিস্টার পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে কিনা এ ব্যাপারে স্বয়ং শিক্ষকরাও সন্দিহান। অনেক শিক্ষক আবার প্রশ্ন তুলেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করার যৌক্তিকতা নিয়ে।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ফাইনাল পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। ওই পরীক্ষায় কোর্স প্রতি পরীক্ষার ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ২৫০ টাকা। সে হিসেবে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রথম সেমিস্টারের ফরম পূরণ বাবদ খরচ হবে ১ হাজার থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা। বিগত বছরগুলোতে ইয়ার সিস্টেমে সর্বমোট যা ছিল ১৫০ থেকে ৩৫০ টাকার মধ্যে।

সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হওয়ায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বছরে দু'বার ভর্তি হতে হবে। দু'বারের ভর্তি ফি প্রায় ১০ হাজার টাকা। তাতে দেখা যায়, শুধু সেমিস্টার পদ্ধতির কারণে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ভর্তি এবং পরীক্ষার ফি বাবদ অতিরিক্ত (প্রায়) ১৫ হাজার টাকা খরচ করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে তাদের অধিকাংশই দেশের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী সন্তান। ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে মেধার স্বাক্ষর রেখেই তারা ভর্তি হয় এখানে। তাদের অনেকেরই সামর্থ্য নেই এ বিপুল পরিমাণ

ব্যয় বহন করার। কিন্তু তাদের স্বপ্ন এবং সাধ আছে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক বলেছেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গরিব ও মধ্যবিত্তদের জন্য নয়।' যদি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি তাহলে কাদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়? তিনি কি উত্তর দেবেন? তিনি কি তাদের কথা বলবেন, যারা মনে করে টাকা হলে সার্টিফিকেট পাওয়া যায়?

দেশের দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীরা দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে শুধু দরিদ্রতার কারণেই কি পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে?

প্রকৃতির অদম্য নাবিক 'সিডর' যখন ছিনিয়ে নিয়েছে দেশের উপকূলীয় এলাকায় মানুষের মাথা গোঁজার ঠাঁই, উত্তরাঞ্চলের মানুষ যখন শীত এবং মঙ্গার বিরুদ্ধে লড়াই করতে ব্যতিব্যস্ত ঠিক সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে এত টাকা জোগাড় করা কিভাবে সম্ভব? এ মেধাবী সন্তানগুলো তো সেসব মঙ্গা ও ঘূর্ণিঝড়কবলিত এলাকারই সন্তান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত। শুধু আজকের জন্য নয়, আগামী দিনগুলোর জন্যও। আমরা সেমিস্টার পদ্ধতির বিপক্ষে নই, আমাদের পরীক্ষা পিছিয়ে যাক সেটাও আমরা চাই না। আমরা চাই শিক্ষার গুণগত মান এবং পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা। সেমিস্টার পদ্ধতির দোহাই দিয়ে যেন শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ না করা হয়। দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের যেন দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের অধিকার থেকে কৌশলে বঞ্চিত করা না হয়।

জাহিরুল ইসলাম, মোঃ তরিকুল ইসলাম, আসাদুল্লাহ গালিব, রায়হানুল মুনীর শাহীন, জিনাত আরা পারভীন ফারহানা ইয়াসমিন, পলাশ, মিনার, আবদুল্লাহ আল মতিন ও জান্নাতুল ফেরদৌস ঈশিতা

লেখকরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থী